## মাতৃআরাধনার ইতিবৃত্ত

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ভারতে শক্তিপূজা প্রচলিত।পাঁচ সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে পাঞ্জাবের হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারো নগরে দেবী পূজা হইত। উক্ত প্রাচীন নগর দ্বয়ের যে ধ্বংসাবশেষ সিন্ধুনদের তীরে ভূ-গর্ভ হতে আবিস্কৃত হয়েছে , তাহাতে অসংখ্য মৃন্ময়ী দেবী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। দেবী ছিলেন উক্ত দুই নগরের অধিবাসীগনের প্রধান দেবতা।

বৈদিক যুগেও শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল।ঋগ্বেদের দেবীসুক্ত ও রাত্রিসুক্ত এবং সাম বেদের রাত্রিসুক্ত হইতে স্পষ্টই প্রমানিত হয় যে বৈদিক যুগে শক্তিবাদ বর্ধিত হইয়াছিল।ঋকবেদে দেবীর বহূপ্রকার মূর্ত্তির উল্লেখ আছে। এর মধ্যে অন্যতম বিশ্বদূর্গা , সিন্ধু দূর্গা, ও অগ্নি দূর্গা। 'ব্রহ্ম ও তৎশক্তি অভেদ'- এই শাক্ত সিদ্ধান্তটি সামবেদীয় "কেনোপণিষদের" উপাখ্যান হইতে জানা যায় :- দেবাসুর সংগ্রামে ব্রহ্মশক্তির দ্বারাই দেবতাদের বিজয় হইল।স্বশক্তিতে জয়লাভ হইছে মনেকরিয়া দেবগন গৌরবান্বিত হইলেন। তাহাদের মিথ্যা অভিমান অপনোদন করিবার জন্য স্বশক্তি প্রভাবে ব্রহ্ম বিস্ময়কর মূর্তিতে দেবগনের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। দেবগন আবির্ভূত পূজ্যরূপকে জানিতে না পারিয়া অগ্নিকে তৎসমীপে প্রেরন করেন। পূজ্যরূপী ব্রহ্ম অগ্নির কাছে জানতে চাইলেন উনার নাম এবং শক্তি কি। অগ্নি বলিলেন -'আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ,এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে তৎসমূদয় আমি দগ্ধ করিতে পারি।' ব্রহ্ম অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করিয়া দগ্ধ করিতে বলিলেন।অগ্নি সর্বশক্তি প্রয়োগেও তৃণখন্ড দগ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া অবনত মস্তকে দেবতাগনের সমীপে ফিরিয়া আসিলেন।অনন্তর ইন্দ্র ছদ্মবেশী ব্রহ্মের সমীপে উপস্থিত হইলে ব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলেন এবং তৎপরিবর্তে আকাশে সুশোভনা উমা হৈমবতী দেবীকে ইন্দ্র দর্শন করিলেন।দেবী তাহাকে জানাইলেন যে- ব্রহ্মশক্তির দ্বারাই দেবতাগন শক্তিশালী এবং অসুর সংগ্রামে বিজয়ী।

'সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রেও' দেবীর উল্লেখ আছে 'ভদ্রকালী' নামে। শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকা দেবী রুদ্রের ভগ্নীরূপে কথিতা। আবার কৃষ্ণ যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরন্যকের মতে অম্বিকা রুদ্রের স্ত্রী। উক্ত আরন্যকের নারায়ন উপনিষদে আছে :-

" তামগ্নি বর্নাং তপসা জ্বলয়ন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম
দূর্গাং দেবীর শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ।।"

অর্থাৎ আমি সেই বৈরোচনী অর্থাৎ পরমাত্মা কতৃক দৃষ্ট অগ্নিবর্না ,স্বীয় তাপে শত্রুদহনকারিনী,কর্মফলদাত্রী দূর্গা দেবীর শরনাগত হই।
উক্তরূপে তৈত্তীরীয় আরন্যকের অন্তর্গত যাঞ্জিকা উপনিষদেও দূর্গা দেবীর উল্লেখ আছে।

হিন্দু তন্ত্রের ন্যায় বৌদ্ধ্যতন্ত্রেও দেবী দূর্গার অনেক উল্লেখ আছে।নালন্দা ও বিক্রমশীলা নামক বৌদ্ধ্য বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। হিন্দুদের নিত্যপাঠ্য শাক্ত ধর্মগ্রন্থ শ্রী শ্রী চন্ডী একসময় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রিয় হইয়াছিল। জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর স্বহস্তে লিখিত একখানি চন্ডী নেপালে পাওয়া গিয়াছে। উহা প্রায় এক সহস্র বৎসর পূর্বে লিখিত। বাংলাদেশেই বৌদ্ধতন্ত্র সমৃদ্ধ হয়।

ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য তাঁহার 'Introduction to Buddhist Esotericism'

গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে হিন্দু শাস্ত্র নানা বিষয়ে বৌদ্ধ্য তন্ত্রের নিকট ঋনী। কয়েকখানি প্রসিদ্ধ হিন্দুতন্ত্রে কালী, তারা , ষোড়শী , ভূবনেশ্বরী , ভৈরবী , ছিন্নমস্তা , ধূমাবতী , বগলা , মাতঙ্গী , ও কমলা এই দশ মহাবিদ্যার যে বর্নণা আছে তৎসমূদয় বৌদ্ধ্যতন্ত্র হতে গৃহীত। ইহা বৌদ্ধ্যতন্ত্র সাধনমালা পরিদৃষ্টে বুঝাযায়।

জাপানে এক বৌদ্ধ দেবী পূজিতা হন। তাঁহার নাম সপ্তকোটী বুদ্ধমাতৃকা চনষ্টী দেবী বা কোটিশ্রী। জাপানী ভাষায় চনষ্টী শব্দ এবং সংস্কৃত চন্ডী শব্দ একার্থক। বৌদ্ধ ধর্মের মারীচী দেবীও দশভূজা।তিব্বতী লামাগন মারীচী দেবীকে উষা দেবীরূপে আবাহন করেন। বৌদ্ধশাস্ত্র 'মহাবস্ত'তে আছে বুদ্ধদেব যখন জননীর সঙ্গে কপিলাবস্ততে আসেনতখন শাক্য বংশের শাক্যবর্ধণ মন্দিরে অভয়াদেবীর পাদবন্দনা করেন।কারও কারও মতে অভয়াদেবী ই দূর্গা দেবী । চীনের ক্যান্টন শহরে অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দিরে একটি শতভূজা দেবীমূর্তি আছে যা অনেকাংশে দূর্গা দেবীর ই মতো।

জৈন ধর্মেও শক্তিবাদ প্রবেশ করিয়াছিল। রাজপুতানার আবু পাহাড়ে যে বিখ্যাত শ্বেত প্রস্তর নির্মিত সুবৃহৎ জৈন মন্দির বিরাজিত তাহাতে অনেকগুলি দেবীমূর্তি আছে। জৈনদের নিকট সরস্বতী বিদ্যা, জ্ঞান ও বলবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

কৃত্তিবাসকৃত বাংলা রামায়নে রাবন ও রাম উভয়েই দেবী ভক্ত ছিলেন। বাল্মীকির রামায়নে উহা নেই। দূর্গাপূজার মন্ত্রে আছে ''রাবনস্য বিনাশায় রামাস্যানুগ্রহায় চ অকালে বোধিতা দেবী।

প্রবাদ অনুসারে রামই শরৎকালে দেবীর বোধন করেন রাবন বধের জন্য। রাবন ও মেঘনাদ উভয়েই দেবীর আরাধনা করতেন। রামের আরাধনায় সম্প্রীতা হয়ে রাবন কে পরিত্যাগ করেন। এই মতে বাসন্তী পূজা ই প্রকৃত দেবীপূজা। যাই হোক, সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ও শক্তিবাদ সমৃদ্ধ হয়েছিল। বিষ্ণুপুরাণ, ভগবতপুরান ইত্যাদিতেও শক্তিবাদের সমৃদ্ধি দেখাযায়। দূর্গাপূজা যে একসময়ে বাংলার গ্রামে গ্রামে হইত তাহার প্রমাণ ধনী হিন্দুর বাড়ীতে এক একটি চন্ডিমন্ডপ ছিল। ১৩৫৭ সালে কলিকাতা মহানগরী ও তৎউপকণ্ঠে পূজার সময় দুই শহস্রাধিক দূর্গাপ্রতিমা নির্মিত হয়।

অন্যান্য ধর্মের তুলনায় হিন্দু ধর্মেই শক্তিবাদ অধিক সমৃদ্ধ। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রূপের দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে। 'বৈকৃতিক রহস্যের' মতে দেবী আসলে সহস্রবূজা হলেও তিনি মূলত অষ্টাদশভূজা রুপে পূজ্য। এখানে সহস্র শব্দ অনন্তবাচী। সুতরাং দেবী অনন্তভূজা অর্থাৎ বিশ্বব্যাপিনী। চন্ডীর ৫ম অধ্যায়ে দেবতাগন মহামায়াকে স্তব করিবার সময় বলিয়াছেন যে চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুদা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, শান্তি, জাতি, লজ্জা, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষি, বৃত্তি, দয়া, মাতা, তুষ্টি ও ভ্রান্তি রুপে দেবী সর্বভূতে বিরাজিত। শুধু তাই নয় মানবদেহের প্রত্যেক অঙ্গে ও বিশ্বের সকল বস্তুতে দেবী প্রকাশিতা।

মহামায়া বিশ্বব্যপিনী হইলেও নারীমূর্তিতে তাঁহার সমৌবিক প্রকাশ- ইহা চন্ডীর নারায়ণী স্তুতিতে উক্ত।দেবীর অংশে নারীমাত্রেরই জন্ম। অল্প সমবয়স্কা, সমবয়স্কা বা বয়োবৃদ্ব নারী মূর্ত্তি জগদম্বার ই জীবন্ত চিত্র। প্রত্যেক নারীকে দেবী মূর্তি জ্ঞানে পূজা করাই মহামায়ার শ্রেষ্ঠ উপাসনা। এই জন্যই দূর্গাপূজাতে কুমারী পূজার বিধি। এই জন্যই শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস স্বীয় সহধর্মীনী সারদাদেবীকে জগৎ জননী জ্ঞানে ফুল চন্দন মন্ত্রাদি দ্বারা বিধিবৎ পূজা করিয়াছিলেন।

--- শুভ্রদীপ ভট্টাচার্য্য